1) জনকল্যাণকর রাষ্ট্র হিসাবে ভারতকে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে নির্দেশমূলক নীতির গুরুত্ব ও প্রয়োগ আলোচনা করো। (10)

→ রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি ভারতের আইন রচনা ও সরকারী নীতি নির্ধারণের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার গুলিকে দেওয়া সাংবিধানিক পথনির্দেশিকা, ভারতীয় সংবিধানের চতুর্থ অংশে নির্দেশমূলক নীতিগুলি বর্ণিত হয়েছে। নাগরিকদের অর্থ-সামাজিক অধিকার সুনিশ্চিত করে ভারতকে একটি জনকল্যাণকর রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার জন্য এই নীতিগুলির মাধ্যমে ভারতে রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক লক্ষ্যগুলি স্থির করা হয়েছে।

■ নির্দেশমূলক নীতির উদ্দেশ্য এমন এক সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে নাগরিকেরা সুষ্ঠভাবে জীবনযাপন করতে সক্ষম হবে, তাছাড়া একটি জনকল্যাণকর রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে আইন-বৈষম্য কমাতে চেষ্টা করে।

দ্বিতীয়ত,

অর্থনৈতিক সম্পদের সুষম বন্টন, শিশু ও মহিলাদের স্বাস্থ্য রক্ষা ও শোষনের হাত থেকে রক্ষা করবে, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্র সবাইকে বিনামূল্যে আইনি সাহায্য দেবে।

তৃতীয়ত,

গ্রাম পঞ্চায়েত গঠনের মাধ্যমে গ্রামের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার সুনিশ্চিত করবে, কর্ম ও শিক্ষার অধিকারের পাশাপাশি আর্থিকভাবে দূর্গতদের বেকার, বৃদ্ধ ও অসুস্থ অবস্থায় রাষ্ট্র সাহায্য করবে এবং প্রসূতিদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

চতুর্থত,

রাষ্ট্র নাগরিকদের জীবনযাপনের উপযোগী মজুরি ও সুন্দর জীবনযাত্রার সুযোগ করে দিবে, কুটির শিল্পের বিকাশে সহায়তা দানও রাষ্ট্রের কর্তব্য, তাছাড়া রাষ্ট্র শিল্প পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিবে।

Scanned with CamScanner

পঞ্চমত,

রাষ্ট্র সকল নাগরিকদের জন্য দেওয়ানি বিধি চালু করার চেষ্টা করবে, 14 বছর কম বয়সী ছেলেমেয়েদের বাধ্যতামূলক বিনামূল্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করবে, (2002 সালে ৮৬ তম সংবিধান) তপশিলি জাতি, উপজাতি, অনুন্নত শ্রেণি মানুষের অর্থনৈতিক শিক্ষার স্বার্থে উন্নতি বিধান এবং তাদের সামাজিক অন্যায় ও শোষণের হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্য রাষ্ট্র সচেষ্ট থাকে।

প্রয়োগ ⟹

নির্দেশমূলক নীতির প্রয়োগে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে রাষ্ট্র — সর্বশিক্ষা অভিযান ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় 14 বছরের নীচে সব শিশুর শিক্ষায় বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। সমাজের দুর্বল অংশের কল্যাণার্থে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির নানা কল্যাণমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য তপশিলি জাতি ও উপজাতি ছেলেমেয়েদের জন্য ছাত্রাবাস নির্মাণের কর্মসূচী, বি. আর. আম্বেদকর এর স্মৃতি রক্ষার্থে 1990-91 বর্ষটিকে 'সামাজিক ন্যায় বিচার বর্ষ' ঘোষণা করা হয়, সরকার চিকিৎসাবিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠ্যরত তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্য বই এবং এই শ্রেণীদের নিষ্ঠুরতার হাত থেকে রক্ষা করতে 1955 সালে 'নিষ্ঠুরতা বিরোধী আইন' বলবৎ করে অপরাধিকারীদের কঠোর শাস্তির বন্দোবস্ত করা হয়। সাম্প্রতিককালে কেন্দ্রীয় সরকার সরকারী চাকুরির ক্ষেত্রে সাধারণদের জন্য 10% সংরক্ষণের কথা বলেছেন। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দোপাধ্যায় এর অনুপ্রেরণায় স্কুল কলেজের ছাত্রীদের জন্য কন্যাশ্রী প্রকল্প চালু করেছেন, এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার রূপশ্রী, যুবশ্রী, শিক্ষাশ্রী, সবুজ সাথি ইত্যাদি প্রকল্পগুলি তৈরি করেছে জনকল্যাণের স্বার্থে।

◪ গরীব চাষিদের জমির অধিকার দেওয়ার জন্য অনেকগুলি ভূমি সংস্কার আইন পাশ হয়েছে 2001 সালে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 2 কোটি একরের বেশি জমি তপশিলি জাতি, উপজাতি, ভূমিহীন গরীবদের বিতাড়িত করেছে, গ্রামাঞ্চলে

Scanned with CamScanner

ব্যাঙ্কিং নীতির উপর জোর দিয়ে এইসব এলাকায় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সুবিধা প্রসারিত করা হয়েছে। 1948 সালে 'ন্যূনতম মজুরি আইনের মাধ্যমে' সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মচারীদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করে দেওয়ার ক্ষমতা হাতে নেয়। 1986 সালে 'ক্রেতা সুরক্ষা আইন' বলবৎ করে ক্রেতাদের সুযোগ সুবিধা চিহ্নিত করা হয়েছে, 1976 সালে সম-আয় আইনের মাধ্যমে নারী ও পুরুষদের অভিন্ন বেতন ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। 2001 সালে চালু হয় সম্পূর্ণ গ্রামীণ রোজগার যোজনা। গ্রামাঞ্চলে গরীব মানুষদের কর্ম নিযুক্তির ব্যবস্থা করেছে, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এই কর্মসূচী পরিচালিত হয়। সাম্প্রতিককালে সুপ্রিমকোর্ট আইন পাশ করেছে সমকাজে সমবেতন আইন।